26

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 30 AUG 1995 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কমিটির সুপারিশ

মন্ত্রণালয় ও সরকারী দফতরের সংখ্যা কমাতে হবে

একটি দক্ষ, কমব্যয়সম্পন্ন আধুনিক, স্বচ্ছ ও জবাবদিহি-তামূলক সরকারী প্রশাসন গড়ে তুলতে প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কমিটি সরকারের কাছে প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা দাখিল করেছে। প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের লক্ষ্যে সুপারিশমালা প্রনয়ণ করতে ১৯৯৩ সালে নূরুন নবী চৌধুরীকে চেয়ারম্যান করে একটি কমিটি গঠন করেন। খবর বাসস'র।

নূরুন নবী চৌধুরী বৃহস্পতিবার তার কমিটি প্রণীত সুপারিশসমূহ সাংবাদিকদের অবহিত করেন।

এ সময় তিনি বলেন, কমিটি মোট প্রশাসনিক দফতরের সংখ্যা ২৫৭ থেকে কমিয়ে ২২৪টি রাখার সুপারিশ করেছে এবং এই সুপারিশটি পর্যালোচনা করা হচ্ছে।

নূরুন নবী চৌধুরী বলেন, কমিটি সাতটি দফতরকে বিলুপ্ত করতে এবং অন্য ৪৩টি দফতরের পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে দফতরের সংখ্যা ২০৭টি বহাল রাখার সুপারিশ করেছে। তবে কমিটি আরও ১৭টি নতুন প্রশাসনিক দফতর গঠন করতে বলেছে। এতে করে মোট দফতরের সংখ্যা হবে ২২৪।

নূরুন নবী চৌধুরী বলেন, কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী পুনর্বিন্যাস করা হলে মোট পাঁচ লাখ ৯৯ হাজার ৪৩০ জন কর্মকর্তা–কর্মচারীর মধ্যে ৪৬ হাজার ২৭৬ জন উদ্বৃত্ত হয়ে

(৮–এর পৃঃ ১–এর কঃ দ্রঃ)

মন্ত্রণালয় ও সরকারী দফতরের সংখ্যা কমাতে হবে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

পড়বে। তবে তিনি বলেন, এই সব উদ্বৃত্ত জনশক্তিকে ৪২ হাজার ৮শ' শূন্য পদে আত্তিকরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেন, পুনর্বিন্যাসের ফলে প্রদেয় বেতন ও ভাতার দিক থেকে সরকারের সঞ্চয় হবে আনুমানিক ১৭৪ কোটি টাকা। তবে প্রকৃত সঞ্চয় হবে এরও দ্বিগুণ। কেননা ঐ আনুমানিক হিসাবে বাসস্থান ও অন্যান্য স্থায়ী ও চলতি ব্যয় ধরা হয়নি।

কমিটির চেয়ারম্যান বলেন, মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা ৩৫ এর স্থলে ২২ ও সংশ্লিষ্ট বিভাগের সংখ্যা ৫১ এর জায়গায় ৩৫ করার সুপারিশ করা হয়েছে। কমিটির ধারণা মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট বিভাগের সংখ্যা কমিয়ে আনা হলে সরকারের ব্যয় হ্রাস পাবে এবং দক্ষতা বাড়বে। তিনি বলেন, কমিটি পরিকল্পনা কমিশনকে ঢেলে সাজানোর জন্য এবং সেই সঙ্গে একজন মুখ্য সচিবের নেতৃত্বে খুবই ছোট আকারে ''ন্যাশনাল প্লানিং অর্গানাইজেশন'' নামে একটি সংস্থা গঠনের পরামর্শ দিয়েছে। এই সংস্থার প্রধান কাজ হবে অর্থনৈতিক ও উন্নয়ন নীতিমালা তৈরি এবং জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ণ করা। কমিটি আরও সুপারিশ করেছে যে, মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোকে তাদের নিজ নিজ প্রকল্প প্রণয়ন, অনুমোদন ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শক্তিশালী হতে হবে।

চৌধুরী বলেন, কমিটি দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর ঘোষিত নীতি অনুযায়ী প্রশাসন থেকে বিচার বিভাগ পৃথক করতে যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেছে।

তিনি বলেন, কমিটি মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য পৃথক অধিদফতর প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেছে। এছাড়া একটি বোর্ডের অধীনস্থ আঞ্চলিক অফিসের মাধ্যমে সমগ্র দেশের পরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। কমিটি চিকিৎসা শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি নতুন অধিদফতর প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেছে।

উল্লেখ্য, সরকার দেশের মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট বিভাগ, অধিদফতর ও অন্যান্য দফতরসমূহের যৌক্তিক পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাস করতে ১৯৯৩ সালের ৫ আগস্ট ছয় সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে। কমিটি দুই বছর ১০ মাস সময় নিয়ে তার দায়িত্বসম্পন্ন করেছে।

চেয়ারম্যান নূরুন নবী চৌধুরী ছাড়া কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন, এ সালাম, ডঃ এ এম এম শওকত আলী, আবদুল মুঈদ চৌধুরী, মোতাহার হোসেন এবং (সদস্য সচিব) মারুফ মোরশেদ।

কমিটির ৪২ ভলিউমের রিপোর্টে মন্ত্রণালয়সমূহের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন অধিদফতর, সংস্থা ও অন্যান্য অফিসকে ক্ষমতা প্রদানের বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হয়। কমিটির সদস্যরা এ ক্ষেত্রে বিস্তর অনিয়ম লক্ষ্য করেছেন। কমিটি অবশ্য সরকারী কাজে দক্ষ প্রশাসনের স্বার্থে বিভিন্ন অধিদফতর ও সংস্থাসমূহকে ক্ষমতা প্রদানের প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করেছে।